42

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 0 2 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবারো পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বছরে ক্লাস হওয়ার
চেয়ে বেশি সময় বন্ধ থাকে, পড়াশোনার চেয়ে ছাত্ররা হল দখল পাল্টা দখলের কাজে বেশি তৎপরতা
দেখায়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস চলা না চলা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার বিরোধ
এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী অচলাবস্থার দিকেই এগুচ্ছে। বর্তমানে বন্ধ থাকা
বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে কেউ জানে না।

সহযোগী একটি দৈনিক খবর দিয়েছে, "ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং প্রশাসনের
সময়োচিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যর্থতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম
হয়েছে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় সেশন জটে আটকা পড়ে
চাকরির বয়সসীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ... সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষের কারণে
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল।"

এই অচলাবস্থার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছে আবার কর্তৃপক্ষ বলছে,
ছাত্র সংগঠনগুলোর অযৌক্তিক দাবির কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নতি স্বীকার করতে পারে না। মূল
সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চালু রাখা না রাখা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাস চলাচল
বন্ধ করে দেয়ায় ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। কর্তৃপক্ষের যুক্তি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট ঘাটতির কারণে বাস
চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে করে ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে। বর্তমানে দু'পক্ষই
অনড় অবস্থানে আছে। ছাত্র সংগঠনগুলো বলেছে, বাস চালু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে।

ছাত্র সংগঠনগুলো যত পারুক আন্দোলন করুক, কিন্তু পড়াশোনার কি হবে? ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার
সুবিধার জন্যই বাস চালু করা হয়েছিল। সেই বাস চালুর দাবিতে মাসের পর মাস ক্লাস বন্ধ রাখা বা
আন্দোলনের হুমকি দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? আবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও বিষয়টি সহানুভূতির
সঙ্গে ভাবা উচিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করলে ছাত্রছাত্রীদের
আসা-যাওয়ার সমস্যাটি একেবারে ফ্যালনা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের তুলনায় ৩০/৪০ লাখ টাকা
খুব বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়ই মোট বাজেটের ৮০ শতাংশ খরচ
হয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, লাইব্রেরি ও যাতায়াতের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই কর্তৃপক্ষকে
ভাবতে হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি বাস চালু করতে একেবারেই অপারগ হন তাহলে সেটিও
ছাত্র সংগঠনগুলোকে বুঝিয়ে করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পড়াশোনা করে বলেই তারা শিক্ষক ও
প্রশাসনের বড় কর্তা সেজে বসেছেন। তাদের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব থাকা উচিত নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়
চলুক বা না চলুক, ছাত্রদের পড়াশোনা হোক বা না হোক, তাদের বেতন ভাতা ঠিকই থাকবে। এ ধরনের
একগুয়েমি যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনাশ ঘটাবে তার জবাব কি? কারণ যাই হোক না কেন,
বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার দায় ছাত্ররা যেমন তেমনি কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনও কোনভাবে এড়াতে পারেন
না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও
ছাত্র সংগঠনগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসায় আসতে পারলে সেটাই হবে উত্তম কাজ।
এজন্য দরকার উভয়পক্ষের নমনীয়তা।